জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ (**বুধবার**)

[**সময়কালঃ ১৬.০৯.২০২০–২০.০৯.২০২০**]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

<u>মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ</u>

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর অন্ধ্র উপকূলে অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি দুর্বল হয়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে অন্যত্র মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।
মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

আউশ ধান:

- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ফুল থেকে শক্ত দানা পর্যায়ে জমির পানির স্তর ২-৫ সে.মি. বজায় রাখুন।
- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সংগ্রহ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে উপরিপ্রয়োগ করুন। নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগের আগে আগাছানিধন করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের পর স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বেগুনে ফোমপসিস রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সুনিষ্কাশিত জমিতে ফুলকপি, বাধাকপির চাষ করা যেতে পারে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত অংশ সরিয়ে ফেলুন। নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- ঢেঁড়শের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় নিমের তেল ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, লেবু প্রভৃতি ফলের চারা লাগান।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- কান্ড পচা বা গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পান গাছ বা গাছের অংশ নির্দিষ্ট গর্তে ফেলুন অথবা পুড়িয়ে ফেলুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- কান্ড পঁচা রোগ ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

তুলা:

- বীজ বপন সম্পন্ন করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- যথেষ্ট পানি আছে কাজেই পুকুরে নতুন পোনা ছাড়ুন।
- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৪.০	২৭.৮	রাজশাহী	রাজশাহী	০১	৩৫.৭	২৭.১
	টাঙ্গাইল	০১	৩৫.০	২৫.৬		ঈশ্বরদী	০৩	৩৪.৮	২৭.০
	ফরিদপুর	সামান্য	৩৪.০	২৬.৭		বগুড়া	০১	৩৪.৩	২৭.৩
	মাদারীপুর	০৭	৩৩.৫	২৬.৫	রংপুর	বদলগাছী	০০	৩৪.০	২৬.৮
	গোপালগঞ্জ	০২	৩২.৩	২৬.৬		তাড়াশ	০২	৩৪.৫	২৭.৫
	নিক্‌লি	০৬	৩২.৫	২৬.০					
						রংপুর	২৫	৩০.০	২৬.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সামান্য	৩৩.৭	২৭.০		দিনাজপুর	২৮	৩২.০	২৫.০
	নেত্রকোনা	সামান্য	৩৩.২	২৭.০		সৈয়দপুর	২৭	৩১.৪	২৫.৬
						তেঁতুলিয়া	৪৮	২৭.০	২৪.৭
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৩০	৩৩.২	২৪.৫	খুলনা	ডিমলা	৩১	২৯.৫	২৫.২
	সন্দ্বীপ	৭২	৩০.৭	২৪.৯		রাজারহাট	০৬	২৯.৫	২৬.০
	সীতাকুন্ড	৩৯	XX	২৫.০					
	রাঙ্গামাটি	৫৫	৩২.৫	২৫.০		খুলনা	০১	৩৩.৬	২৭.৫
	কুমিল্লা	০০	৩০.৫	২৫.৯		মংলা	০২	৩৩.০	২৭.০
	চাঁদপুর	০৫	৩১.৮	২৬.২		সাতক্ষীরা	০৯	৩৩.০	২৭.০
	মাইজদীকোর্ট	১০	২৯.৫	২৫.৭		যশোর	০৯	৩৫.০	২৬.৬
	ফেনী	০৩	৩১.০	২৫.০	বরিশাল	চুয়াডাঙ্গা	০৭	৩৫.০	২৬.৭
	হাতিয়া	১১৭	২৯.৯	২৪.৮		কুমারখালী	০৩	৩১.৮	২৬.০
	কক্সবাজার	১৯	৩১.৭	২৫.৩					
	কুতুবদিয়া	০৬	৩৩.২	২৫.০		বরিশাল	সামান্য	৩০.৯	২৬.৭
	টেকনাফ	০২	৩১.৮	২৫.০		পটুয়াখালী	২৩	২৯.৯	২৬.৫
						খেপুপাড়া	০৯	৩২.৮	২৭.৬
সিলেট	সিলেট	০৫	৩৩.৫	২৫.৫		ভোলা	০৮	৩০.৪	২৬.৪
	শ্রীমঙ্গল	৪৩	৩২.৮	২৫.৬					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৩.৯১ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.০৭ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাস: রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

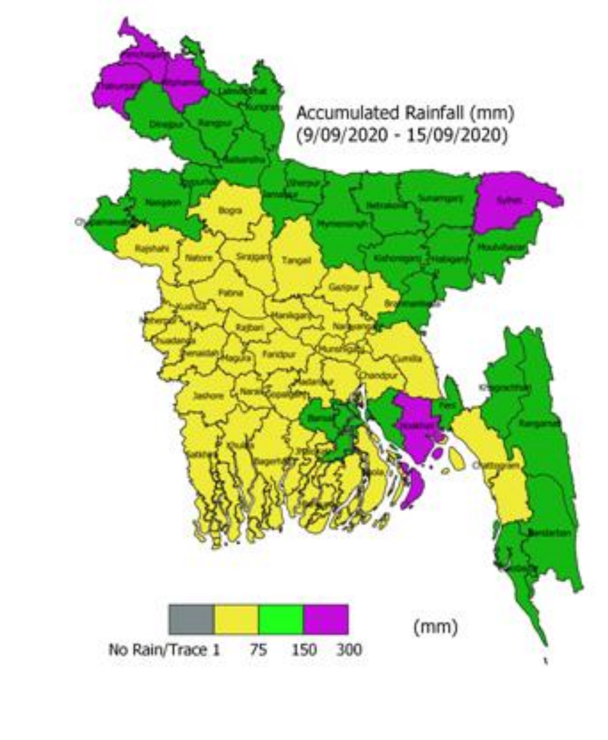
Accumulated Rainfall (mm)
(9/09/2020 - 15/09/2020)
No Rain/Trace 1 75 150 300
(mm)

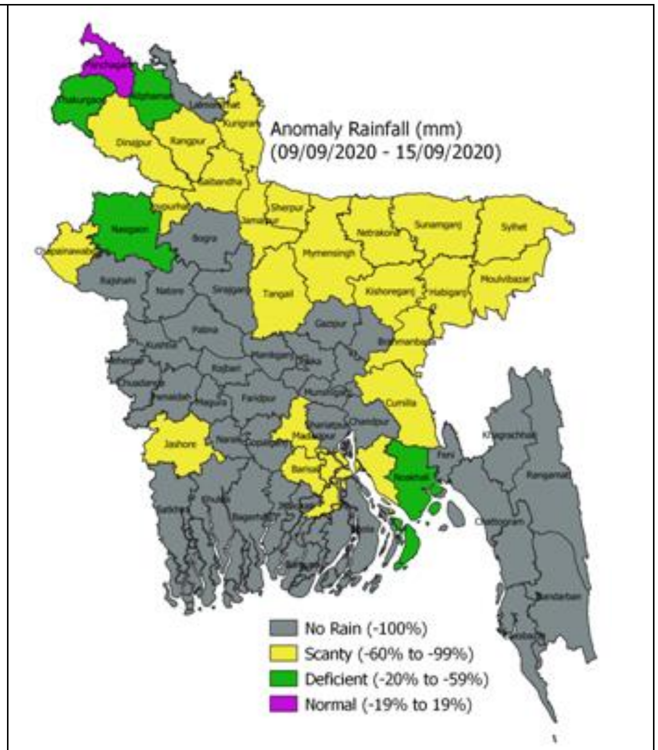
Anomaly Rainfall (mm)
(09/09/2020 - 15/09/2020)
No Rain (-100%)
Scanty (-60% to -99%)
Deficient (-20% to -59%)
Normal (-19% to 19%)

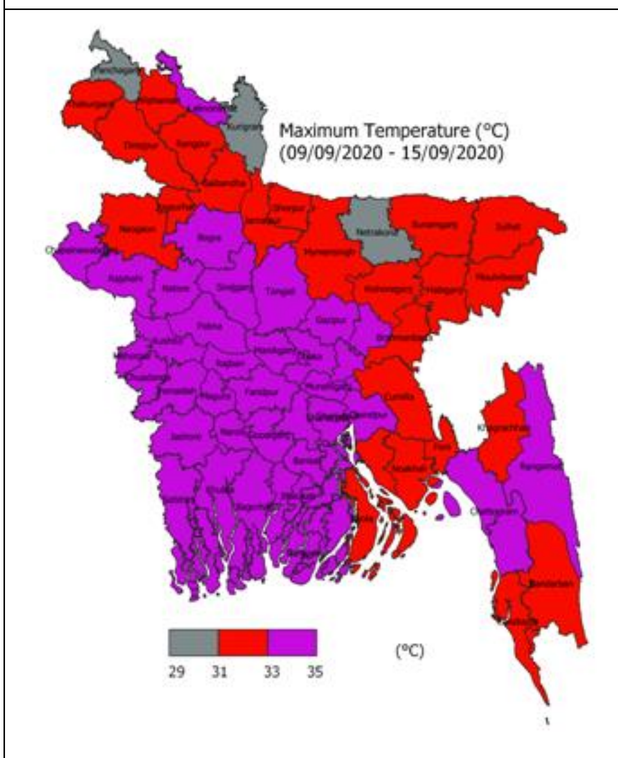
Maximum Temperature (°C)
(09/09/2020 - 15/09/2020)
29 31 33 35
(°C)

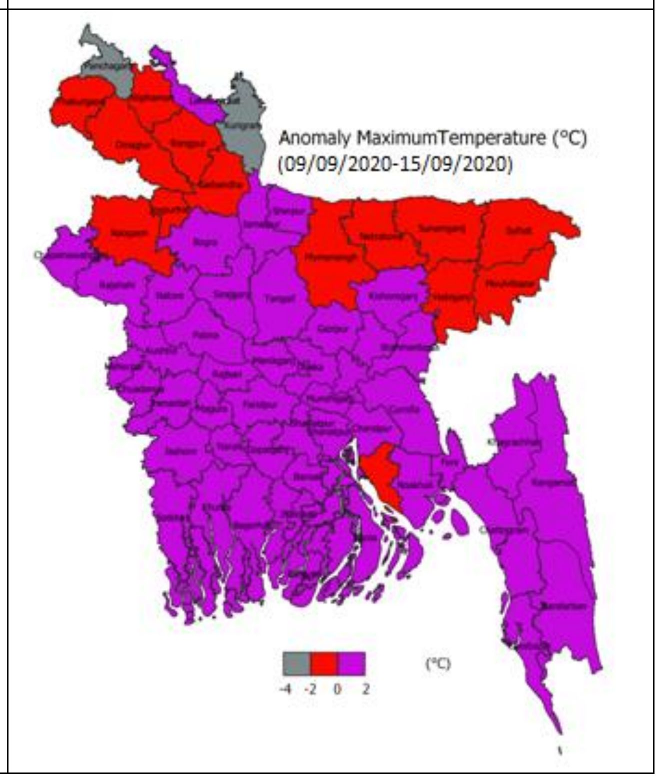
Anomaly MaximumTemperature (°C)
(09/09/2020-15/09/2020)
-4 -2 0 2
(°C)

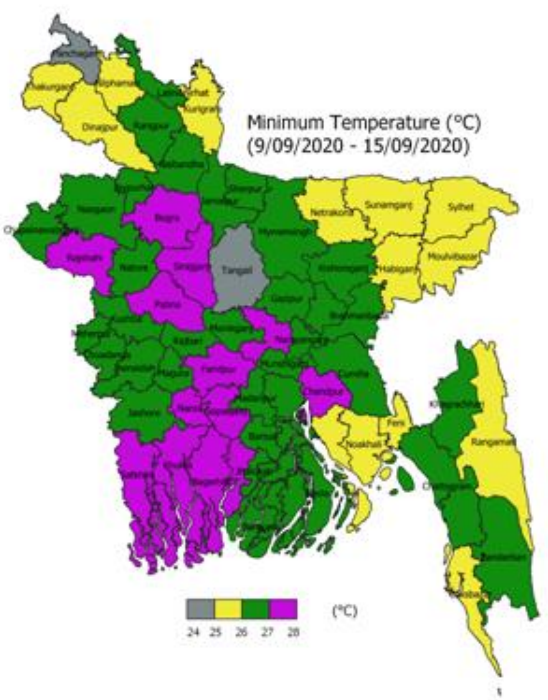
Minimum Temperature (°C)
(9/09/2020 - 15/09/2020)
(°C)
24 25 26 27 28

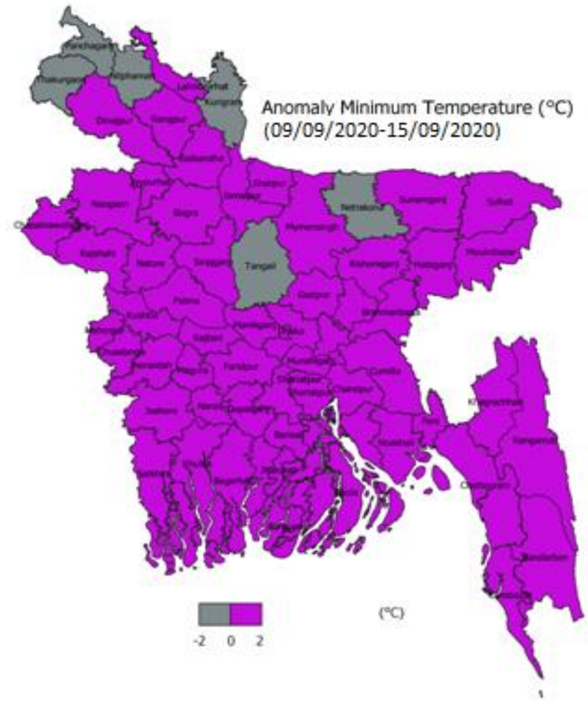
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(09/09/2020-15/09/2020)
(°C)
-2 0 2

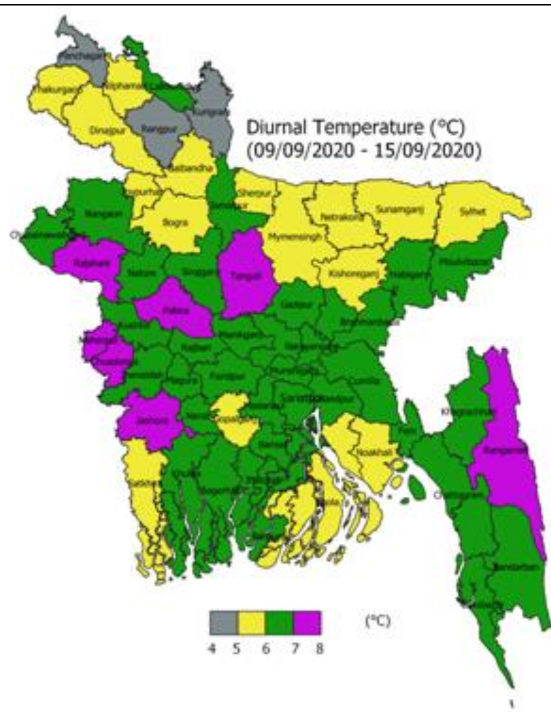
Diurnal Temperature (°C)
(09/09/2020 - 15/09/2020)
(°C)
4 5 6 7 8

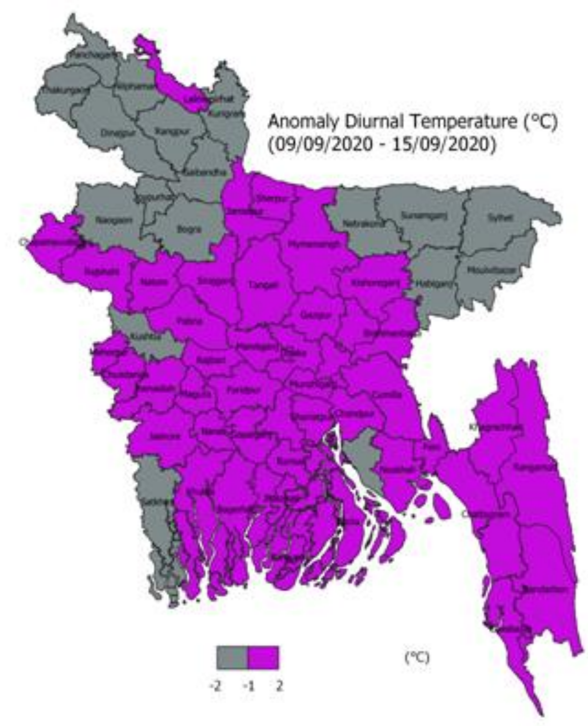
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(09/09/2020 - 15/09/2020)
(°C)
-2 -1 2

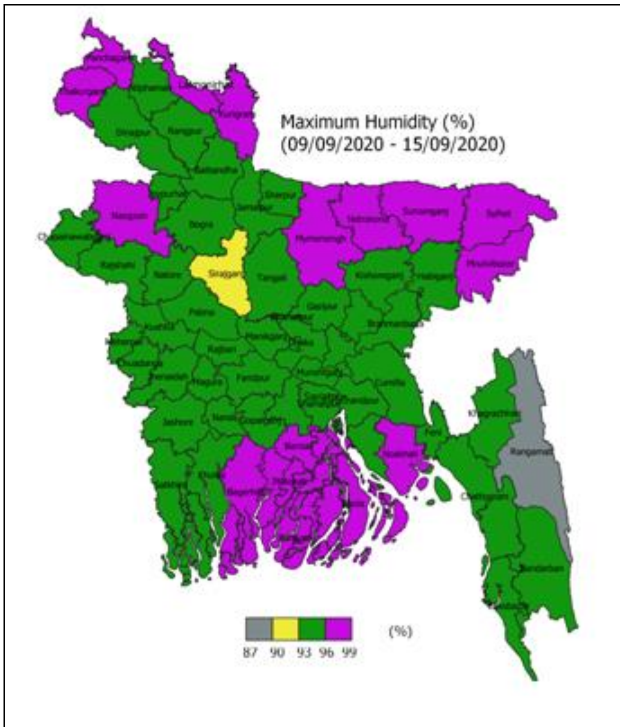
Maximum Humidity (%)
(09/09/2020 - 15/09/2020)
(%)
87 90 93 96 99

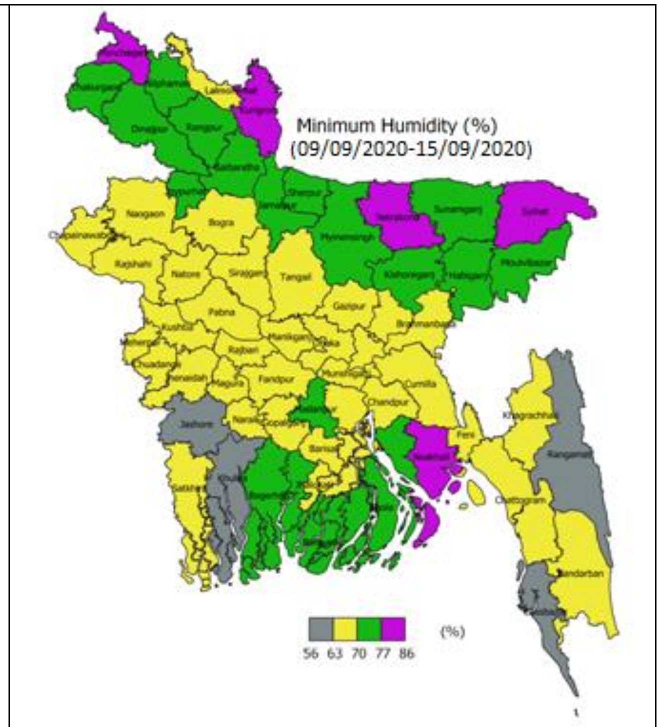
Minimum Humidity (%)
(09/09/2020-15/09/2020)
(%)
56 63 70 77 86

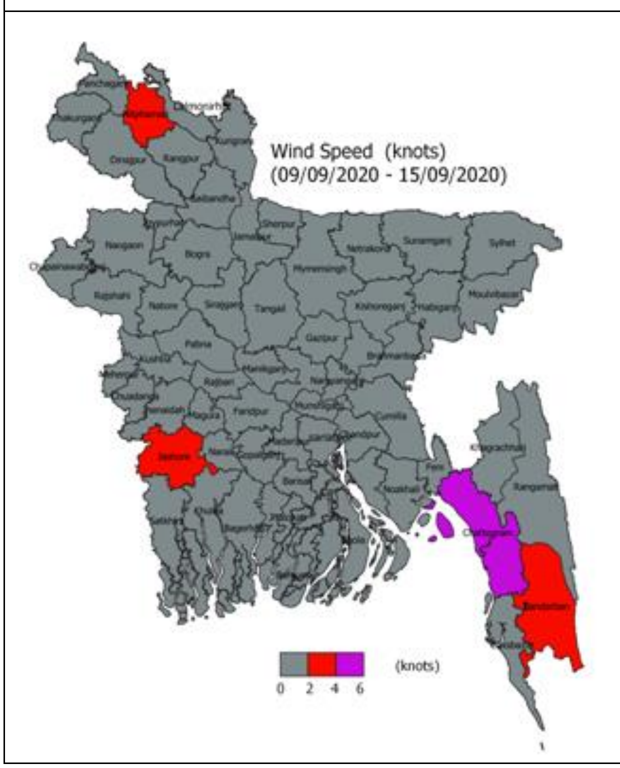
Wind Speed (knots)
(09/09/2020 - 15/09/2020)
(knots)
0 2 4 6

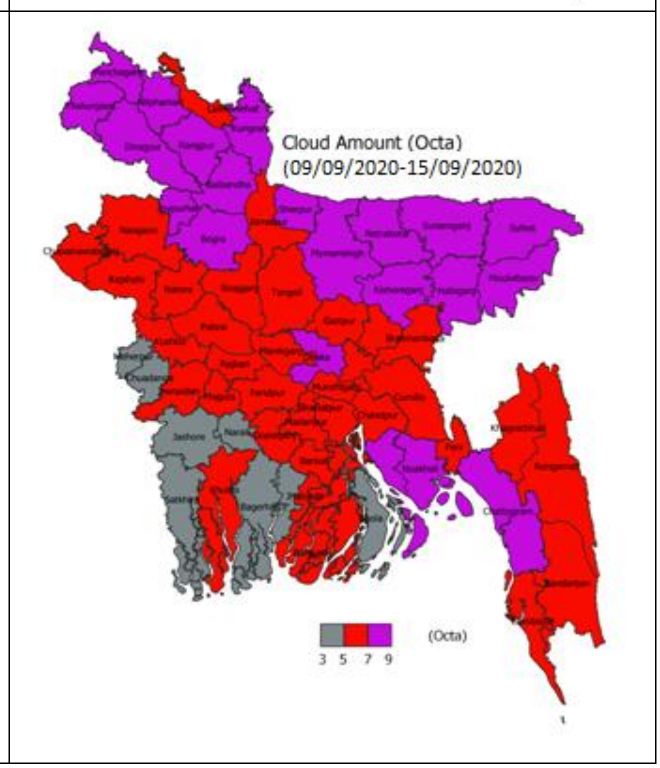
Cloud Amount (Octa)
(09/09/2020-15/09/2020)
(Octa)
3 5 7 9

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ১৫/০৯/২০২০ হতে ২১/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে এবং খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি.মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারী (১১-২২ মি.মি./প্রতিদিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৬ **সেপ্টেম্বর** হতে ২০ **সেপ্টেম্বর** ২০২০ পর্যন্ত)

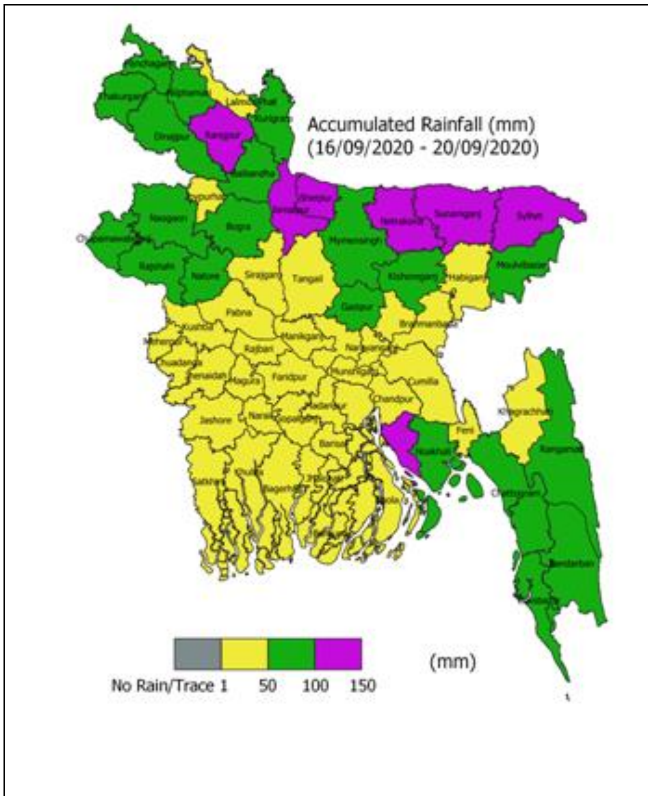

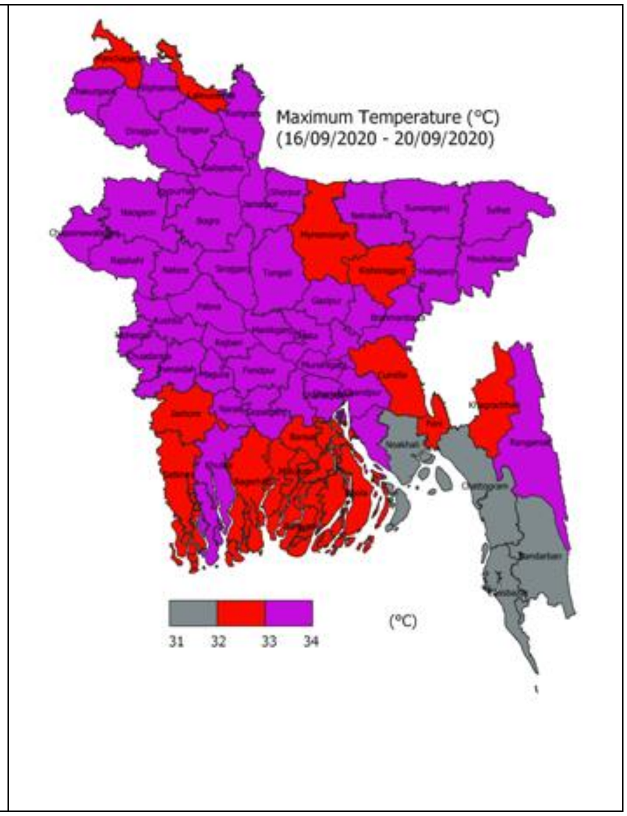

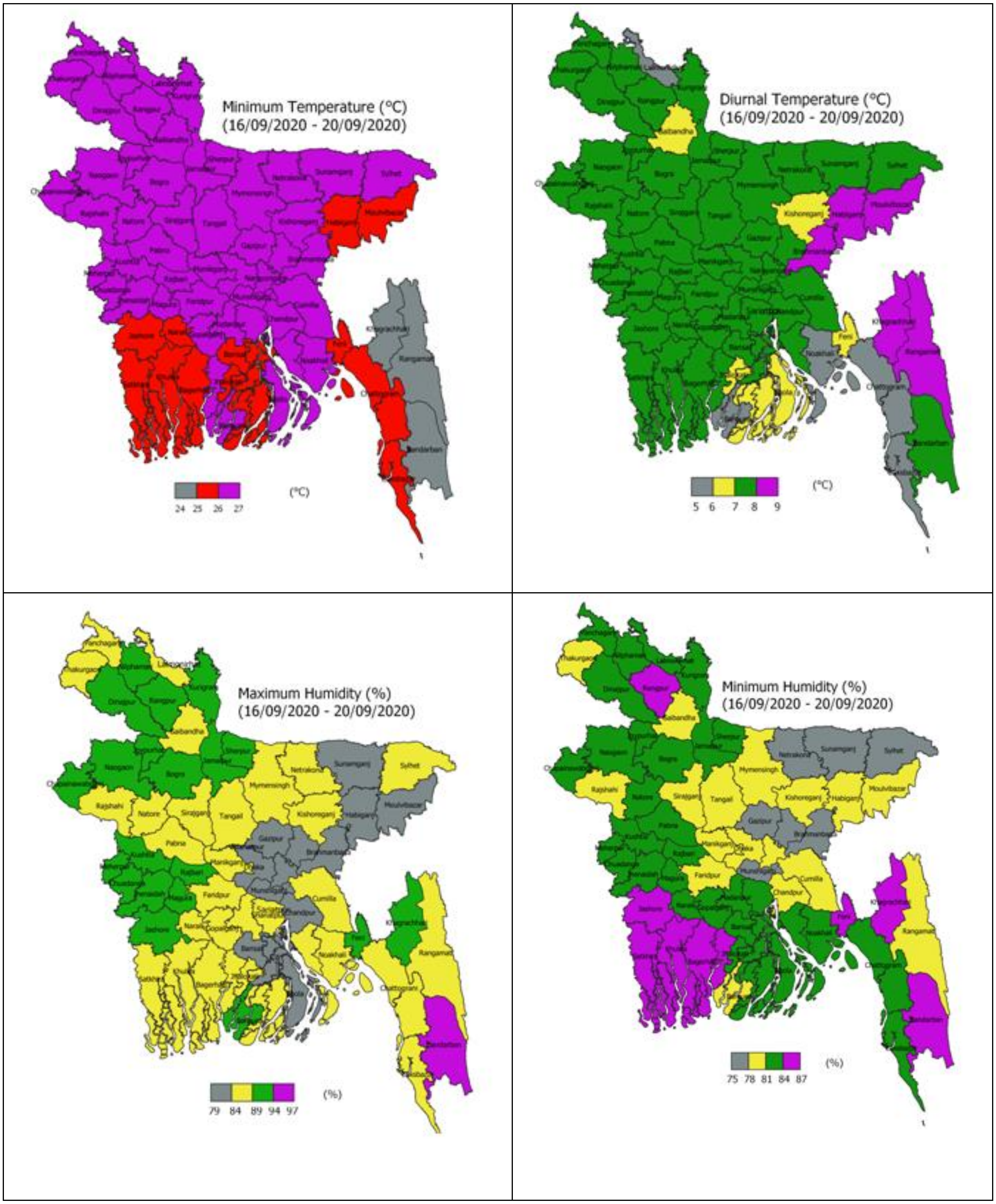
Minimum Temperature (°C)
(16/09/2020 - 20/09/2020)
24 25 26 27
(°C)
Diurnal Temperature (°C)
(16/09/2020 - 20/09/2020)
5 6 7 8 9
(°C)
Maximum Humidity (%)
(16/09/2020 - 20/09/2020)
79 84 89 94 97
(%)
Minimum Humidity (%)
(16/09/2020 - 20/09/2020)
75 78 81 84 87
(%)

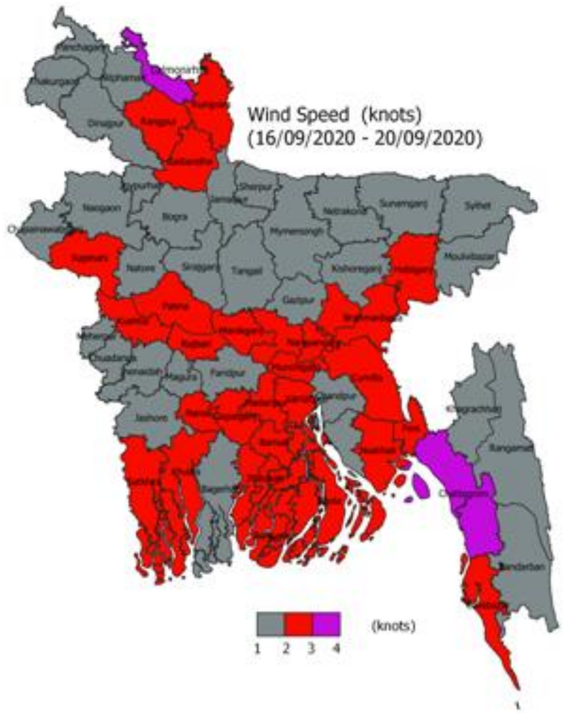
Wind Speed (knots)
(16/09/2020 - 20/09/2020)
(knots)
1 2 3 4

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 36 (01 September -07 September) over Agricultural regions of Bangladesh

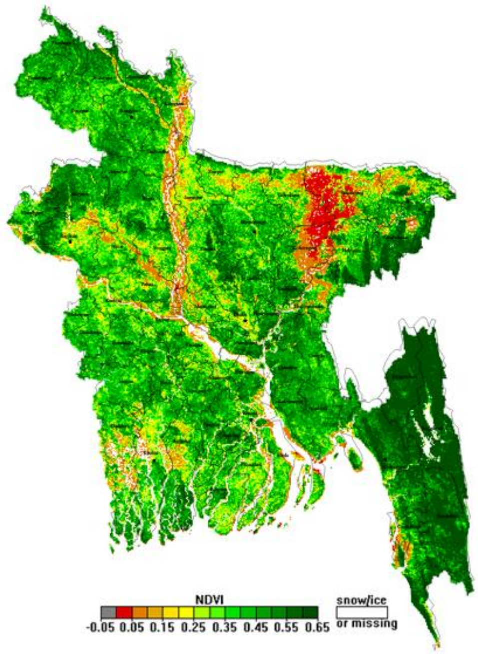

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 36 (01 September -07 September) over Agricultural regions of Bangladesh

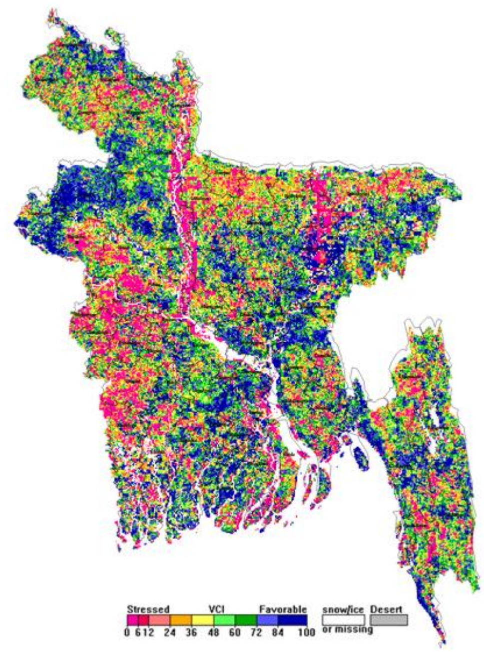

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 36 (01 September -07 September) over Agricultural regions of Bangladesh

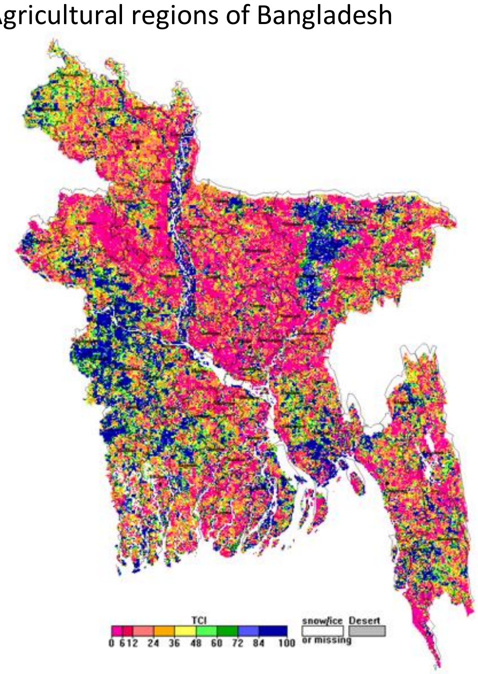

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 36 (01 September -07 September) over Agricultural regions of Bangladesh

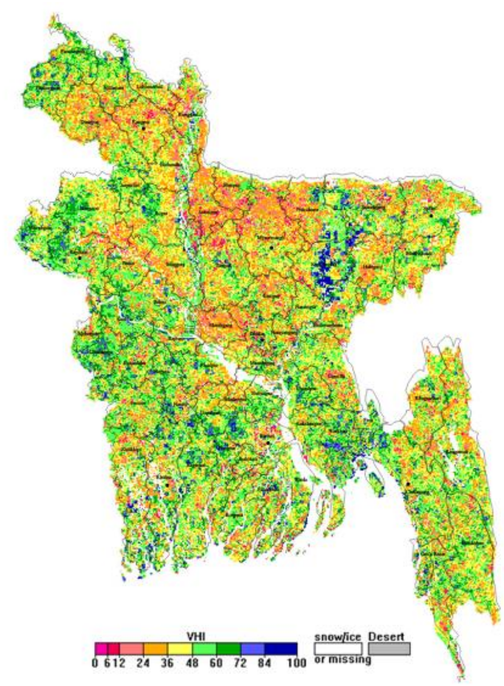

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে (অগাস্ট ২০২০) উত্তরপূর্ব জেলাগুলিতে তীব্র থেকে চরম ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এবং মৃদু ভেজা পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় অংশে বিরাজ করছে, বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব (রাঙামাটি) গত চার সপ্তাহ ধরে চরম শুকনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

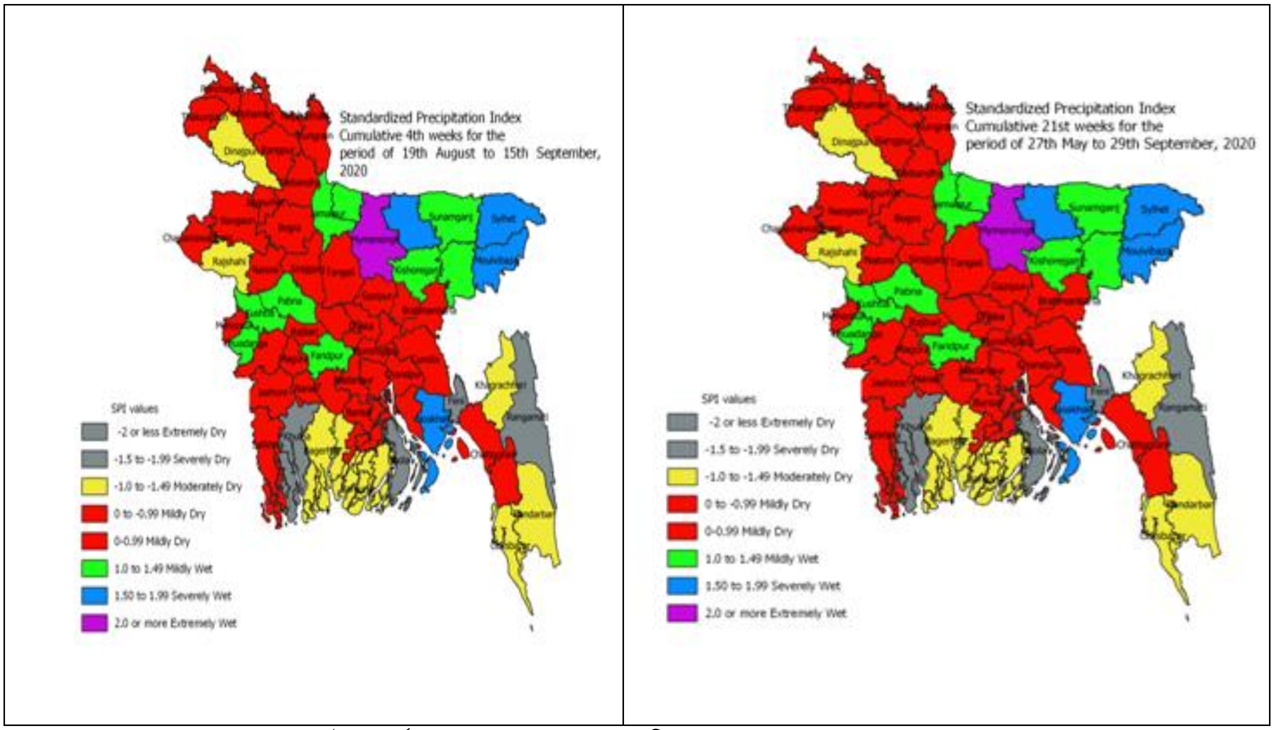

ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর